দৈনিক জনকণ্ঠ
তারিখ 27 NOV 1996 পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

37

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি সরকারী স্কুল-কলেজ শিক্ষকদের বিরুদ্ধেও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা ॥ ব্যাপক অসন্তোষ, প্রতিবাদ

খারাপ ফলের খড়্গ শিক্ষকদের ওপর

মোস্তাক মোবারকী

পরীক্ষার ফল খারাপের জন্য বেসরকারী স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের পাশাপাশি এখন সরকারী স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের বিরুদ্ধেও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এদিকে বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতি, কলেজ টিচার্স এসোসিয়েশন, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, সোসাইটি ফর পিস এন্ড ডেভেলপমেন্ট ও খেলাফত মজলিস নেতৃবৃন্দ পৃথক পৃথক বিবৃতিতে বেসরকারী স্কুল-কলেজ শিক্ষকদের বেতনভাতার সরকারী অংশ কর্তনের আদেশ প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছেন। বিবৃতিতে তাঁরা বলেন, শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে মনিটরিং, শিক্ষকদের উন্নত প্রশিক্ষণ এবং উন্নত ও উপযোগী সিলেবাস প্রণীত হয়নি। বেসরকারী স্কুল ও কলেজের শিক্ষকদের অনুদান কর্তনের প্রতিবাদে আজ বুধবার বিকালে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন বিক্ষোভ সমাবেশের আহ্বান করেছে।

উল্লেখ্য, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যেই এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় খারাপ ফলের অভিযোগে বেসরকারী স্কুল ও কলেজের সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সরকারী অনুদান বন্ধ রাখার জন্য আদেশ জারি করেছে।

চলতি বছর এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় যেসব সরকারী হাই স্কুল ও সরকারী কলেজের ফল খারাপ হয়েছে, সেসব স্কুল ও কলেজের সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বিরুদ্ধেও শিক্ষা মন্ত্রণালয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বোর্ডের ফলাফলে তুলনামূলকভাবে যেসব সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফল ৫০ ভাগের কম হয়েছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় সেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি (ইয়ারলি ইনক্রিমেন্ট) এক বছরের জন্য স্থগিত

(১৫ পৃষ্ঠা ৪ কঃ দেখুন)

খারাপ ফলের

(প্রথম পাতার পর)

রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী মঙ্গলবার এই স্থগিত আদেশ অনুমোদন করেছেন। উল্লেখ্য, দেশের পাঁচটি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের অধীনে চলতি বছর অনুষ্ঠিত এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় পাসের হার খুবই কম হয়েছে। এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরই দায়ী করেছে। মন্ত্রণালয় মনে করছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ ছাত্র-ছাত্রীদের লেখা পড়ার প্রতি মনোযোগী হলে ফল এত খারাপ হতো না।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করে এক শীর্ষ কর্মকর্তা সরকারী হাই স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রসঙ্গে বলেন, যেসব সরকারী হাই স্কুল বোর্ডের ফলের ৫০ ভাগ অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছে, সেসব স্কুলে ২ বছর বা তার অধিককাল ধরে যেসব শিক্ষক-শিক্ষিকা কর্মরত আছেন, কেবল তাদেরই বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি (ইনক্রিমেন্ট) এক বছরের জন্য বন্ধ রাখা হচ্ছে। আর যেসব শিক্ষক-শিক্ষিকার সংশ্লিষ্ট হাই স্কুলে চাকরির মেয়াদ ২ বছরের কম হয়েছে, নিয়ম অনুযায়ী তাদের বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি কার্যকর হবে। সরকারী কলেজ প্রসঙ্গে কর্মকর্তাটি বলেন, যেসব সরকারী কলেজের ছাত্রছাত্রী বোর্ডের ফলের ৫০ ভাগের কম পাস করেছে এবং যেসব বিষয়ে ৫০ ভাগ ফল অর্জন করতে পারেনি, সে সব বিষয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরই বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি এক বছরের জন্য স্থগিত রাখা হবে। আগামী বছর অনুষ্ঠিতব্য এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় যদি সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভাল ফল পায়, তাহলে ঐ শিক্ষকদের আগামী বছর থেকে বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি কার্যকর করা হবে।

সারা দেশে ৩শ' ১৭টি সরকারী হাই স্কুল ও ২শ' ৩৩টি সরকারী কলেজ রয়েছে। ৩শ' ১৭টি হাই স্কুলে প্রায় ৯ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা কর্মরত আছেন। আর ২শ' ৩৩টি সরকারী কলেজে [illegible] ১৪ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা কর্মরত আছেন। ২শ' ৩৩টি সরকারী কলেজের মধ্যে ২শ' ২২টি ডিগ্রী কলেজ ও ১১টি উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ। এসব সরকারী কলেজ ও সরকারী হাই স্কুলে প্রায় ২৩ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা কর্মরত আছেন।

চলতি বছর এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় খারাপ ফলের কারণ সম্পর্কে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কয়েকজন কর্মকর্তা এবং কয়েকজন শিক্ষক জানান—বিগত বছরগুলোতে রাজনৈতিক কারণে সরকারী হাই স্কুল ও সরকারী কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বদলি করা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উপযুক্ত জায়গায় বদলি করা হয়নি। শুধু তাই নয়, সরকারী হাই স্কুল ও সরকারী কলেজের প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর প্রশাসনিক কোন অভিজ্ঞতা নেই এমন শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অধিদফতরের ও বোর্ডের কর্মকর্তা হিসাবে বদলি করা হয়েছে। যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানে বদলি না করায় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ভিন্ন মতাদর্শের অভিযোগ এনে শাস্তিমূলক বদলি করা হয়েছে। আবার সরকারের প্রভাবশালী মহলের তদ্বিরের জোরে কোন কোন ক্ষেত্রে দুর্বল ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ভাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করা হয়েছে। এসব কারণেই সরকারী হাই স্কুল ও সরকারী কলেজের ফল খারাপ হয়েছে বলে ঐ সূত্রে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিবাদ

এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় খারাপ ফলের জন্য শিক্ষকদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বিভিন্ন সংগঠন ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। প্রতিবাদ জ্ঞাপনকারী সংগঠনসমূহ হচ্ছে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন, বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতি, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি, বাংলাদেশ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি (বাকবিশিস), বাংলাদেশ খেলাফত মজলিশ ও সোসাইটি ফর বিকে এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (এসপিডি)।

সংগঠনসমূহ এসএসসি ও এইচএসসিতে খারাপ ফলের জন্য শিক্ষকদের বেতনের সরকারী অংশ প্রদান বন্ধের সিদ্ধান্ত অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে। তারা বলেছে, ১৯৯৬ সালের পরীক্ষায় ব্যাপক অকৃতকার্যতার জন্য হরতাল ও রাজনৈতিক অস্থিরতা, শিক্ষক [illegible] সকল বোর্ডে অভিন্ন প্রশ্নপত্র প্রণয়নে জটিলতা, সিলেবাস বহির্ভূত প্রশ্ন প্রণয়ন ইত্যাদি কারণই দায়ী। এ অবস্থায় পরীক্ষার্থীদের ফল বিপর্যয়ের দায় দায়িত্ব শুধু শিক্ষকদের ওপর চাপিয়ে দেয়া শিক্ষক সমাজের জন্য অবমাননাকর, অমানবিক এবং ন্যায়বিচারের পরিপন্থী।